



## 10301 - মাহদীর আবরিভাব

### প্রশ্ন

মুসলমানদেরকে উদ্ধার করার জন্য মাহদী কবে বরে হবেন; সটো ক কুরআনে উদ্ধৃত হয়েছে?

### প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

#### এক:

একজন মুসলমিরে জানা আবশ্যিক য়ে, দললি প্রদান ও অনুসরণ করা আবশ্যিক হওয়ার দকি থেকে কুরআন-হাদসি একই মর্যাদায়। কুরআন-সুন্নাহ উভয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে ওহী; যা অনুসরণ করা আবশ্যিকীয়। আল্লাহ তাআলা তাঁর নবী সম্পর্কে বলেন: “আর তিনি মনগড়া কথা বলেন না। সটো ওহী ছাড়া আর কিছু নয়, যা তার কাছে প্রেরণ করা হয়।” [সূরা নাজম, আয়াত: ৩-৪]

মকিদাদ বনি মা'দী কারবি (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন য়ে, তিনি বলেন: “জনে রাখুন, আমাকে কতিব ও কতিবরে সাথে কতিবরে অনুব্রূপ কিছু দয়ো হয়েছে। জনে রাখুন, অচরিই এমন লোক আসবে যার উদর-পরপূরণ, সযে তার গদতিবে বসবে বলবে: আপনাদের উপর এই কুরআন মানা আবশ্যিক। কুরআনে যটোক হালাল পাবনে সটোক হালাল জানবনে। আর যটোক হারাম পাবনে সটোক হারাম জানবনে।” [সুনানে আবু দাউদ (৪৬০৪), আলবানী সহিহু সুনানে আবু দাউদ গ্রন্থে (৩৮৪৮) হাদসিটকি সহিহ বলছেন]

#### দুই:

আল্লাহ তাআলা স্বতন্ত্রভাবে রাসূলের আনুগত্যরে আদশে করছেন। তিনি বলেন: “ওহযে যারা ঈমান এনছে; তযেমাআ আল্লাহর আনুগত্য কর, আল্লাহর রাসূলের আনুগত্য কর এবং তযেমাআদের মধ্যযে যারা নতযে তাদরে”। [সূরা নসি, আয়াত: ৫৯] তিনি আরও বলেন: “রাসূল তযেমাআদেরকযে যযে দয়িছেন সটো আঁকড়ে ধর এবং যযে থেকে বারণ করছেন তযে থেকে বরিত থাক”। [সূরা হাশর, আয়াত: ৭]

#### তনি:



মাহদীর আবরিভাব কবে ঘটবে কুরআন-সুনাহতে সটো সুনর্দিষ্টভাবে উদ্ধৃত হয়নি। তবে মাহদী শষে যামানায় আত্মপ্রকাশ করবনে। কনিতু এখানকে কিছু বযিরে দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচতি:

১। মাহদীর আবরিভাব কয়িমতরে সর্বশষে ছটে আলামত।

২। অনকে মানুষ নজিদে বযক্‌তগিত উদ্দেশ্য-লক্ষ্য ও তাদরে ভ্রষ্ট আকদি-বশ্বাসকে সমর্থন করার জন্য মাহদী আত্মপ্রকাশ করছেন কথিবা শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করবনে মরমে দাবী করছে। যমেন- কাদয়ানীরা, বাহাই সম্প্রদায়, শয়িরা এবং অন্যান্য পথভ্রষ্ট গোষ্ঠীগলো। যার ফলে সাম্প্রতিক যামানার কিছু বযক্‌ত মাহদীর হাদসিগলকে অস্বীকার করনে কথিবা ভিন্নার্থে ব্যাখ্যা (তা'বীল) করনে য়ে, মাহদী দ্বারা উদ্দেশ্য শষে যামানায় ঙ্গসা বনি মারয়িম আলাইহসি সালামরে অবতরণ এবং তাদরে কটে কটে একটা মারফু হাদসি দয়িে দললি দনে। য়ে হাদসিটির ভাষ্য হলো: “ঙ্গসা বনি মারয়িম ছাড়া কোনে মাহদী নই”।

এই হাদসিটি দুর্বল; এটা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সহি নয়।

[দখুন: আল্লামা আলবানীর ‘আস-সলিসলিতুয যায়ীফ’ (১/১৭৫)]

৩। অনকে আলমে মাহদীর আবরিভাবকে সাব্যস্ত করে কতিব লখিছেন এবং তারা এটাকে একজন মুসলমিরে আকদির অন্তর্ভুক্ত করছেন। তাদরে মধ্যে রয়ছেন: হাফযে আবু নুআইম, আবু দাউদ, আবু কাছীর, আস-সাখাওয়া, আশ-শাওকানী প্রমুখ।

৪। সুনহাতে সাব্যস্ত হয়ছে য়ে, মাহদী ঙ্গসা বনি মারয়িম আলাইহসি সালামরে সাথে মলিতি হবনে এবং ঙ্গসা আলাইহসি সালাম মাহদীর পছেনে নামায আদায় করবনে।

জাবরি বনি আবদুল্লাহ (রাঃ) বলনে, আম নিবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনছে: “কয়িমত পর্যন্ত আমার উম্মতরে একদল সত্য দীনরে উপর অটল থেকে বাতলিরে বরিদ্ধে লড়তে থাকবে। তনি বলনে: অবশষে ঙ্গসা বনি মারয়িম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবতরণ করবনে। তখন তাদরে (ঐ দলরে) আমীর বলবনে: আসুন আমাদের নামাযরে ইমামতী করুন। কনিতু তনি বলবনে: না; আপনারা একজন অন্যজনরে উপর নতো। এটা এই উম্মতরে জন্য আল্লাহ তাআলা প্রদত্ত সম্মান।”[সহি মুসলমি (১৫৬)]

এই হাদসি উল্লেখতি আমীরই হলনে মাহদী; যা আবু নুআইম ও আল-হারছি বনি উসামার বর্ণনায় এই ভাষ্যে উদ্ধৃত হয়ছে: “তখন তাদরে আমীর মাহদী বলবনে...”। ইবনুল কাইয়যমে বলনে: এই হাদসিরে সনদ জায়যদি (ভালো)।

৫। একজন মুসলমিরে মাহদীর অপক্ষেয় বসে থাকা উচতি নয়। বরং তার উচতি দ্বীনকে বজয়ী করার জন্য উদ্যম-উৎসাহ



নিয়ে প্ৰাণান্তকৰণৰ ভাবে অবলম্বনে চেষ্টা কৰা এবং দ্বীনৰে জন্থ নজিৰে যা সাধ্যতে আছে সটে পশে কৰা এবং মাহদী বা অন্য কারणे आवर्तिभावरे उपर नर्भर ना कर्ना। वरएच व्यक्ती नजिके, नजिरे परिवारके এবং तार चरपाशे यारा आहे तदरेके संशोधन करवने। परपर सने आल्लाह्र सार्थे साक्षार्त करलने तखन सने नजिरे पक्षे ओजर पशे करतने पारवने।

दखुनः शईख मुहम्मद बनि इसमईलरे 'आल-माहदी हकीकाह; ना खुराफाह'।

आल्लाहई सर्वज्णै।